একবিংশ শতাব্দীর বনলতা সেন কে.....

পান্না পাল

আজ হাজার বছর ধরে
না তারও বেশি হয়ত
সংখ্যার অনুমান ভুলে গেছি,
তবু আমি হাঁটছি।
না সিংহল সমুদ্র বা মালয় সাগর
কিছুই পাই নি,
পেয়েছি শুধু কালো তেলচিটে গোলা
একটি অসীম জলরাশি,
তার উর্ধ্বে শ্বাস নেওয়া কঠিন,
আমি হাঁটছি তার উপর দিয়ে,
অনন্তকাল ধরে।

না, বিম্বিসার বা অশোকের
ধূসর স্তূপের সন্ধান পাই নি,
পেয়েছি কতগুলো
প্লাস্টিক আর আবর্জনায়,
মোড়া মৃতদেহ
যারা বেচেঁ আছে
বাঁচার ভান করে।
দেখেছি গতকাল
সিরিয়ার বোমা বিস্ফোরণে
গড়িয়ে যাওয়া ঘরের স্তূপে
সদ্যজাতের হৃদয়বিদারক
ক্রন্দন।

চিৎকার শুনেছি,
গলে যাওয়া তুশারাস্তূপের
নিচে তলিয়ে যাওয়া হালভাঙা
নাবিকের শেষ কণ্ঠস্বর।

এখানে সন্ধে নামে না,
সকাল আসে না,
ছেয়ে থাকে কালো
ধোঁয়ার আস্তরণ।

এখানে পাখির নীড়
পাওয়া কঠিন,
কংক্রিটের জঙ্গল
পাখি এখানে শুধুই
ক্ষনিকের পর্যায়ী শ্রমিক।

অনেক হেঁটেছি,
অনেক দৌড়েছি,
হাপিয়ে উঠেছি,
তবু দেখা পাই নি
তোমার বনলতা সেন।

আজ এই ভিড়ের
মাঝে, মহামারী শুধুই
ভালবাসাহীন,
রং চং মাখা মুখোশের আড়ালে
আজ পাশে থাকলেও
তোমাকে চেনা কঠিন
নাটোরের বনলতা সেন।

[জীবনানন্দ দাশের লেখা কালজয়ী কবিতা "বনলতা সেন" এ একটি আধুনিক বা মডার্ন ওয়ার্ল্ডের জীবনের আর্থহীনতা, অনুভূতিহীনতা ভীষণ গভীর ভাবে উঠে এসছে।

সেই কবিতার একটি অন্য রকম রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম, নিজের মতো করে "রিভিসিট" করার চেষ্টা করলাম।
দুঃসাহস ক্ষমা করবেন।]

* * *